পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানা

গৌরীশংকর দে

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট পার্ক স্ট্রিটের কবরখানার পত্তন। এখানে প্রথম যাঁকে সমাহিত করা হয় তিনি ছিলেনশুল্ক ভবনের (Custom House) একজন কেরানি, জন উড। এর পর এই মৃতের নগরীর (Necropolis) বাসিন্দা হল অসংখ্য ইংরেজ নর -নারী। কবি, সেনাপতি, বিচারক, ভাষাবিদ, পণ্ডিত, কেরানি, তণী বধূ, নানা পেশার, নানা চরিত্রের ন ামী অনামী নারী-পুষ। বহু ব্যয় করে নির্মিত হয় অনেকের সুদৃশ্য সমাধিসৌধ ; স্থাপিত হয় মর্মর ফলক। আবার অনেকের শয়ান নিতান্তই সাদাসিধা সমাধিতে। বহু দিন হল এই সমাধিক্ষেত্র পরিত্যক্ত। বেশিরভাগসমাধির গায়ে শ্যাওলা আর অ াগাছা। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে অসংখ্য সমাধিলিপি। কলকাতার ইতিহাসবেত্তা কটন -এর ভাষায় এই সমাধিভূমি এক শে াকভূমি (Land of Regrets)।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতা নানা দিক থেকেই ছিল অস্বাস্থ্যকর । এখানকার জলবায়ু সহ্য হত না ইংল্যান্ডথেকে আগত ইংরেজ নর - নারীদের। অনেকের অকালেই জীবনাবসান ঘটেছিল। অনেকে আবার ভারতে আসার পথে জাহাজেই প্র াণ হারাতেন। স্বদেশ থেকে দূরে ভিন্ন দেশের মাটিতে ভিন্ন পরিবেশে তাঁরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পার্ক স্ট্রিটের এই পুরনো কবরখানায়। অবশ্য কলকাতা তখন ইংরেজের শহর। অষ্টাদশ শতকের পরিত্যক্ত এই সমাধিক্ষেত্র।
ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যান্ডর (১৭৭৫ - ১৮৬৪) একজন প্রখ্যাত ইংরেজ কবি। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস খুললেই তঁ ার জীবন ও কাব্য সম্পর্কে অন্তত চার - পাঁচ পাতা পাওয়া যাবে। প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্পেনের বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন ফ্লোরেন্সের মাটিতে।

রোমান্টিক কবি ল্যান্ডর প্রথমে যৌবনে যাঁর প্রেমে পড়েছিলেন সেই তণীর নাম রোজ (Rose Aylmer)।
তাঁর উদ্দেশ্য কবি লিখেছিলেন ঃ

Ah, what avails the sceptered race?
Ah, what the form divine?
What every virtue, every grace?
Rose Aylmer, all were thine.
Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep, but never see?
A night of memories and sighs
I consecrate to thee."

কবি ল্যান্ডরের প্রেমিকা রোজের জীবনাবসান ঘটে অকালে ১৮০০ সালে। তাঁর কাকিমা লেডি রাসেলের বাড়িতে বাস করার সময়। কবি ল্যান্ডর ঘুমিয়ে আছেন ইতালির মাটিতে। আর নিঃসঙ্গ কবির প্রেমিকা মহানিদ্রায় শায়িতা কলকাতার মাটিতে। পার্ক স্ট্রিটের পুরাতন কবরখানায়। প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রচিত ল্যান্ডরের কবিতাটি রোজ -এর সমাধিফলকে লেখ

া হলে ভালো হত। কিন্তু তা হয়নি। লেখা আছে কয়েকটি মামুলি কথা। সমতল বাংলা তখন ম্যালেরিয়ার দাপট। তখনও এদেশে ইংরেজদের শৈলাবাস (hill-stations) তৈরি হয়নি। সুয়েজ ক্যানাল তখন কাটা হয়নি। সমুদ্রযাত্রা ছিল দীর্ঘ। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েই হয়তো প্রাণ হারিয়েছিলেন রোজ।

পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় সমাহিত আছেন নাবিক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ম্যাকে। তিনি লিখেছিলেন জুনার জাহাজডুবি (The shipwreck of the Juina) নামে একটি বর্ণনামূলক কবিতা। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতা ড. বাস্টিড (Dr. Busteed) আমাদের জানাচ্ছেন, কবি বায়রন যখন স্কুলে পড়তেন তখন ম্যাকে রচিত এই কবিতাটি তাঁর হাতে পড়ে। এই কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বায়রণ রচনা করেন ডন জুয়ানের জাহাজ ডুবির দৃশ্য।

মৃতের শহর পার্ক স্ট্রিকের সমাধিক্ষেত্রের একজন বিখ্যাত অধিবাসী স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-৯৪)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা ছাড়াও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন আরবী, পার্সি, হিব্রু, চীনা ইত্যাদি নানা ভাষা। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পার্সি থেকে ফরাসি ভাষায় নাদির শাহ গ্রন্থখানির তর্জমা করেন। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং নাইট (Kinght) উপাধিতে ভুষিত হন। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পযন্ত তিনি এর সভাপতি ছিলেন।

জোনস সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মনুসংহিতা, হিতোপদেশ এবং গীতগোবিন্দও তিনি ইংরেজিতে তর্জমা করেছিলেন। তাঁর ইংরাজি শকুন্তলা পাঠ করে জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যয়টে লিখেছিলেন ''কেহ যদি তণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরেরফুল কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।''

স্যার উইলিয়াম জোনসের সমাধিলিপিটি তাঁর নিজেরি রচনা। সেখানে তিনি লিখেছেন ঃ
“Here was deposited the mortal part of a man who feared God, but not Death, who thought none below him but the base and unjust, none above him but the wise and virtuous.”

জোনসের সমাধির কাছে অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ইংরেজ রাজপুষের (civilians) সমাধি। এঁদের মধ্যে আছেন অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড (Augustus Cleveland, 1784), পেশায় তিনি ছিলেন কালেক্টর (collector)। কিছু দিন তিনি রাজমহলে ছিলেন। নিকটেই অন্য একজনের উন্নত সুদৃশ্য সমাধিসৌধ। সৌধে শায়িতা বিচারক রবার্ট পাল্ক-এর (Robert Palk) তণী স্ত্রী লুসিয়ার (১৭৭২) সমাধি। এই সমাধি দর্শন করে ডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) তাঁর ভয়াবহ রাত্রির নগরী (City of Dreadful Night) কাব্যে লুসিয়ার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি হল ঃ
‘The tender pity she would off betray,
Shall be with interest at her shrine returned,
Connubial love connubial tears repay,
And Lucia lov’d shall still Lucia mourned.’

অ্যাংলো -ইন্ডিয়ান কবি, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, নব্যবঙ্গ অন্দোলনের জনক, ঊনবিংশ শতকের নবজাগৃতির অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) পার্ক স্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রামগ্ন।

বর্তমান লেখক যখন কলেজের ছাত্র, তখন কবি অণাচল বসু (কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অভিন্ন বন্ধু) এসে তাঁকে বলেন, পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় একদিন গিয়ে আগাছায় ঢাকা, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় একটি সমাধি আবিষ্কার করেছেন।

সমাধিলিপি মুছে যেতে বসেছে। আক্ষেপ করে বললেন, বসুর কথায় বর্তমান লেখক সমাধিটির অবস্থা সরেজমিনে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন ও স্বাধীনতা দৈনিক পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ডিরোজিওর সমাধি ও স্মৃতি রক্ষার জন্য সম্ভবত এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। অণাচল বসু তখন সোভিয়েত দেশ, স্বাধীনতা, পরিচয় ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। বর্তমানে অবশ্য ডিরোজিও -র সমাধি সুরক্ষিত। তাঁর নামেপ্রেসিডেন্সি কলেজের (পুরাতন হিন্দু কলেজ, যেখানে ডিরোজিও শিক্ষকতা করতেন) একটি ভবন বর্তমানে চিহ্নিত।

হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি

মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিদু ধর্মের ওপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতেন । তাঁর সমাধির ওপর হিন্দু মন্দিররীতিতে স্মৃতি - সৌধ নির্মিত হয়। এই অভিনব সমাধিসৌধ পার্ক স্ট্রিটের সমাধি ক্ষেত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

পার্ক ট্রিটের পুরনো কবরখানা যেন ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা। ইংল্যান্ড আর ভারতের এক হারানো যোগসূত্র। কর্মচঞ্চল, যানবাহনের অবিরাম স্রোতবাহী আধুনিক মহানগরীর কোলাহলে ভরা কয়েকটি রাজপথ বেষ্টিত এই গাছপালায় ঘেরা নির্জন মৃতের দ্বীপে থমকে আছে অষ্টাদশ শতক।

কবি পার্ট ব্রক (১৮৮৭-১৯১৫) লিখেছিলেন ঃ

“If I should die, think only this of me
That there’s some corners of a foreign land
That is for ever England”.

পার্ক স্ট্রিটে যাঁরা সমাহিত আছেন তাঁরা অনেকেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেননি ; অনেকে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুর বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি কবি ব্রুকের ভাষায় বোধহয় ব্যক্ত হয়েছিল তাঁদের সকলের মনের আর্তি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com